# তারুণ্যের
# আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়


| | |
|---|---|
| জীবনটাকে গড়তে হবে | ১১ |
| জীবন এক নিরন্তর পরীক্ষা | ১৭ |
| লক্ষ্যপূর্ণ জীবন | ২০ |
| নৈতিক দৃঢ়তা | ২৫ |
| ইতিবাচকতা | ২৮ |
| ক্যারিয়ার ভাবনা | ৩২ |
| কিসের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আমরা! | ৩৬ |
| অর্থ-বিত্ত নয়, আমাদের সম্বল ঈমান ও সৎআমল | ৪০ |
| ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চা | ৪৩ |
| ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষা | ৪৬ |
| চোখের হেফাযত | ৫১ |
| চিন্তার মানহাজ | ৫৫ |
| মতভেদ নিরসন | ৬০ |
| তারুণ্যের আখলাকী নৈরাজ্য | ৬৬ |
| হতাশার দহন থেকে মুক্তি | ৭৩ |
| ঝরাপাতা জীবন ও মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতা | ৮১ |
| একজন দাঈ ইলাল্লাহ ডা. আব্দুর রহমান আস-সুমাইত্বের কথা | ৮৫ |
| দ্বীনের পথে আমূল পরিবর্তিত এক পথিক আলী বানাত | ৮৮ |

## দ্বিতীয় অধ্যায়


| | |
|---|---|
| আয়া সোফিয়ায় আযানের সুর... | ৯৩ |
| ইসলামী রাজনীতির গতি-প্রকৃতি | ৯৬ |
| সংঘবদ্ধ জীবন রহমতের জীবন | ১০১ |
| ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংগঠন বিরোধিতা | ১০৪ |
| সমাজ সংস্কার ও আমাদের সংগ্রাম | ১০৯ |
| যেতে হবে বহুদূর! | ১১২ |
| অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর | ১১৫ |
| বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে হবে প্রকৃত বিদ্যার আলয়? | ১১৮ |
| করোনাকাল আমাদের কী শেখালো? | ১২২ |
| নারীর প্রতি অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি | ১২৯ |
| নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবল | ১৩৩ |
| আত্মপীড়িত তারুণ্য ও জঙ্গীবাদ | ১৩৯ |
| ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা | ১৪৩ |
| ইসলামী বিচার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা | ১৪৭ |
| মতপ্রকাশের স্বাধীনতা | ১৫৫ |
| মূর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি | ১৬২ |
| রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অব্যক্ত কান্না ও বিশ্ব সমাজের দায় | ১৬৬ |
| কিছু প্রশ্নোত্তর | ১৬৯ |

# ভূমিকা

বয়সের সাথে সাথে চোখের সামনে থেকে আমাদের চেনা পৃথিবীটার পরিবর্তন হতে থাকে। জন্মের পর যাদের দেখেছিলাম, যাদের সাথে ছিল নিত্য আলাপন, চলাফেরা, লেনদেন; একটা সময়ের পর তাদেরকে একে একে বিগত হতে দেখি। মনে হয় চোখের সামনে থেকে গোটা এক পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে অপসৃয়মান। যেন জীবন্ত বায়োস্কোপ। ক্ষণকাল পূর্বে যাদেরকে যৌবনের ঋজুতা, সৌন্দর্য, বলিষ্ঠতা নিয়ে চলতে-ফিরতে দেখেছি তারা এখন সময়ের ফেরে বিগত-যৌবন। সাদা চুল-দাড়িগুলো জানান দিচ্ছে বিদায়ের বার্তা। রোগ-শোক-জরায় পরিপাটি জীবনটা হয়েছে কেমন এক ছন্নছাড়া, উদ্দেশহীন।

এভাবেই একদিন আমাদেরও ব্যস্ত সময়গুলো চলে যাবে। জীবনের প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকব আমরা। স্বেচ্ছাবন্দিত্ব মেনে নিয়ে বার্ধক্যজরার বদ্ধ জলাশয়ে দুলবে অসহায় কালের খেয়া। তারপর নির্ধারিত ক্ষণে হয়তবা কোন এক বৃষ্টিমুখর বিহানে কিংবা বিষণ্ন সাঁঝবেলায় বিদায় নেব চিরদিনের মত। অন্তিমযাত্রার অগ্রভাগে, শ্বেত-শুভ্র কাফনে সুশোভিত হয়ে। কোলাহল মুখর পৃথিবী ছেড়ে ঠাঁই নেব শুনশান ঘোর আঁধার মাটির বিছানায়। আহারে জীবন!

প্রশ্ন হ'ল, কেন এই যাওয়া-আসা? কেন এই ক্ষণকালের জীবন? এর লক্ষ্য কী? এর ফলাফল কী? এথেকে আমাদের চাওয়া-পাওয়া কী? কোথায় আমাদের আখেরী মনযিল? আমাদের প্রজন্মের বড় অংশের কাছেই এই প্রশ্নগুলো বড়ই অস্বস্তিকর, এমনকি ভীষণ অপ্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা আমাদেরকে এমনভাবে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত করে তুলেছে যে জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা নিয়ে ভাববার দু'দণ্ড অবসর আমাদের নেই। নিদেনপক্ষে এই জীবনের পর আর কোন জীবন আছে কিনা, নিখিল বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আদতেই আছেন কিনা- এমন মৌলিক প্রশ্নেই এই প্রজন্মের বিরাট একটি অংশ সংশয়ের দোলাচলে (!)। এভাবেই গোলকধাঁধার মধ্যে গড়ে উঠছে তাদের মানসগঠনের এই প্রারম্ভিককাল। বস্তুতান্ত্রিক লেখাপড়া, অর্থোপার্জন, বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ আর হাযারো ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে নিদারুণ ব্যস্ততায় ভরা তাদের জীবন। পিছু ফিরে তাকাবার যেন ফুরসৎ নেই এক মুহূর্তও।

শৈশব ও কৈশরের অনিশ্চয়তাপূর্ণ ধাপ পেরিয়ে আজ যারা তারুণ্যের প্রতিনিধি, যাদের বয়স ১৬ থেকে ৩০, তাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন আগামীর পৃথিবী গড়ার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা মধ্যবয়স ও প্রৌঢ়ত্বকালের পূর্বে জীবনের এটাই সেরা সময়। জীবনকে পূর্ণতার পথে নিতে এই সময়ের সিদ্ধান্তগুলোই সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারুণ্যের এই সময়গুলো আবার ষোল-আঠারো, আঠারো-পঁচিশ, পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত কয়েকটি বয়সসীমায় বিভক্ত। এর প্রতিটি ধাপে বড় বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় আমাদের জীবন। আবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাকার হাযারো জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সুগঠিত হয় আমাদের মনোজাগতিক সাম্রাজ্য। এই সময়টাই সাধারণত নির্ধারণ করে দেয় আমাদের জীবনের গতিপথ। মরীচিকাময় বস্তুবাদী দুনিয়া নাকি চিরবাস্তব আখেরাত- কোনটি সামনে রেখে আমাদের জীবন পরিচালিত হবে- তা মীমাংসা করে নেয়ার সময় এটাই।

আলোচ্য বইটি এই প্রজন্মের সেসব তরুণ মন ও মননের খোরাক হতে পারে, যারা স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনটাকে স্রষ্টার সমীপে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করে দেওয়ার। যারা স্বপ্ন দেখে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী সবাইকে নিয়ে মহান প্রভুর প্রদর্শিত চিরকল্যাণময় পথে চলার। যারা স্বপ্ন দেখে এমন এক প্রজন্ম গড়ার, যারা গড়ে উঠবে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ কর্ণধার রূপে। যারা স্বপ্ন দেখে পার্থিব জীবনসফর শেষে অনন্তজীবনের প্রথম ধাপে সৎআমলের আলোয় আলোকিত এক জান্নাতী সুবাস ভরা আশ্রয়ের। যারা স্বপ্ন দেখে ফলাফল দিবসের কঠিনতম মুহূর্তে চিরকাংখিত সেই মহা আহ্বান শোনার- 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে যাও তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে; তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'। যারা স্বপ্ন দেখে জান্নাতুল ফেরদাউসের অকল্পনীয় নে'মতরাজির বাগিচায় প্রিয় মানুষদের সাথে একত্রে ভীষণ আনন্দমুখর অনন্ত জীবনের। সেই স্বপ্নবিভোর তরুণদের সাথী হয়ে পথচলার প্রেরণাই এই বইয়ের জন্মকথা।

মাসিক **'আত-তাহরীক'** ও দ্বি-মাসিক **'তাওহীদের ডাক'** পত্রিকায় অনেকদিন ধরেই সমসাময়িক নানা ঘটনা ও চিন্তাধারাকে উপজীব্য করে লেখালেখি করা হয়। কিন্তু সেগুলো যে কখনও মলাটবদ্ধ হতে পারে সে রকম ভাবনা কখনই ছিল না। আজ এই শুভ মুহূর্তে তাই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রিয় ছোটভাই ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও আব্দুন নূরের প্রতি, যাদের ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিয়েছে। হঠাৎই মনে পড়ছে আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন মিসরীয় শিক্ষক এবং বর্তমানে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আসইউত্ব শাখার আরবী ভাষা বিভাগের ডীন ড. রিফআ'ত আলী মুহাম্মাদের কথা, যিনি আমাদের বালাগাত (আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্র) বিষয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদান করতেন। আজও তার সেই কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গি আমার কানে বাজে। ২০১৭ সালের কোন একদিন কোর্সের সর্বশেষ ক্লাস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের শরী'আহ ফ্যাকাল্টির সেমিনার কক্ষে।

ক্লাস শেষে আমাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলেন উস্তায। কি এক কথার ফাঁকে সহসা আমার দিকে না তাকিয়েই স্বগতোক্তির মত বললেন, الشيخ ثاقب سوف يكتب كتابا في الزهد والرقائق (ছাকিব অচিরেই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও অন্তরের কোমলতা বিষয়ক একটি বই লিখবে)। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আমি হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম উস্তাযের দিকে। কিছু বলতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম- কেন হঠাৎ এমন কথা বললেন উস্তায? তিনি তো জানেন না আমি লেখালেখি করি। মনে হ'ল, যাইহোক এ বিষয়ে লিখতে তো আমার আপত্তি নেই। আজ ছয় বছর পর এই বইটির প্রকাশকালে অনুভব করছি এ যেন উস্তাযের সেই অবচেতন বার্তা এবং দোআ'রই ফসল। আজও জানি না তিনি হঠাৎ কি মনে করে কথাটি বলেছিলেন। আমাদের জীবনে এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটে, যার কারণগুলো অব্যাখ্যাতই রয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আমীন!

বইটি প্রকাশে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে নিত্য শুভার্থী ড. নূরুল ইসলাম, তাওহীদের ডাক পত্রিকার সহকর্মী ড. মুখতারুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইদের সহযোগিতা ও উৎসাহ সবসময় পেয়েছি। একান্ত আত্মজন শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, সুপ্রিয় ভাই-বোন, সহধর্মীনী ও আত্মীয়-স্বজনসহ দেশ-বিদেশের বহু প্রীতিভাজন গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীকে সর্বদা সুপাঠক হিসাবে পাশে পেয়েছি। বিশেষ করে গাইবান্ধার নূরুল ইসলাম প্রধান চাচা, সাতক্ষীরার প্রফেসর নযরুল ইসলাম দাদা, হাজী আব্দুর রহমান চাচা প্রমুখদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কোন প্রতিদান আমার জানা নেই। তাদের শুভকামনা ও দো'আ আমাকে সবসময় উজ্জীবিত করেছে। আজকের এই লগ্নে তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার পরম শ্রদ্ধা ও বিনম্র ভালোবাসা। এই বইটি যদি একজন পাঠকেরও উপকারে আসে, তবুও অকিঞ্চন লেখক হিসাবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আল্লাহ আমাদের সকলকে পার্থিব জীবনযুদ্ধের এই কঠিন ময়দানে সত্যকে জানা ও যথার্থভাবে মানার তাওফীক দান করুন। আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন। রোজ হাশরের কঠিনতম ময়দানে আমাদের সবাইকে তাঁর সফল বান্দাদের কাতারভুক্ত করুন এবং তাঁর জান্নাতুল ফেরদাউসের কল্পনাতীত নে'মত সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
নওদাপাড়া, রাজশাহী
২১.০২.২০২৩ইং

## উ ৎ স র্গ

পরম শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদী ও নানা-নানীর প্রতি
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে
যাদের ছাপ বহন করে চলেছি-

সেই সকল তরুণ ও যুবকের প্রতি
বাংলার আনাচে-কানাচে যাদের দৃপ্ত পদক্ষেপে
উৎখাত হয়েছে শিরক-বিদ'আতের কালো অমানিশা-
তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র রাজ পতাকাতলে
জান্নাতুল ফেরদাউসের পানে
নিরন্তর যাদের ছুটে চলা-

# প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ বলেন,

**وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ-**

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।’

*-আলে ইমরান ৩/১৩৩।*

# জীবনটাকে গড়তে হবে

দিন যায়, দিন আসে। স্বপ্নবিভোর মানুষ আপন গতিতে ছুটতে থাকে। অধরা জাগতিক স্বপ্নের পেছনে। ধোঁকাময় দুনিয়ার পিছনে। অন্যের সাথে লিপ্ত হয় হাস্যকর প্রতিযোগিতায়। পদ কিংবা সম্পদের। স্বার্থ কিংবা সুনামের। অর্থহীন কাজে আর খেল-তামাশায় ভীষণভাবে অপচয় করতে থাকে 'সময়' নামক মহামূল্যবান সম্পদ। ভুলে যায় তার আসল স্বপ্নের কথা। চিরন্তন গন্তব্যের কথা। ভুলে যায় জান্নাতের অফুরন্ত নে'মতের কথা, জাহান্নামের কল্পনাতীত শাস্তির কথা। এই আত্মভোলা মানুষকে সচকিত করতেই যেন মহান আল্লাহ্র দরদী সতর্কবার্তা- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিৎ যে, সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। ...আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্র তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। তারাই হ'ল পাপাচারী *(হাশর ১৮-১৯)*। এই ভীষণ প্রতারণামুখর জগৎটাকে তিনি এক লাইনে সংজ্ঞায়িত করে বলেন- 'তোমরা জেনে রেখ যে, পৃথিবীর জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়' *(হাদীদ ২০)*।

মূলতঃ পৃথিবীর এই জীবনের দু'টি রূপ। একটি তার দৃশ্যমান কিন্তু ধোঁকাময় রূপ। অপরটি অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব রূপ। পর্দার সামনে বসে থাকা দর্শক যেমন জানে না পর্দার পিছনে কি হচ্ছে, তেমনি দুনিয়াবী নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষগুলো বোঝে না পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চের পিছনে অলক্ষ্যে কী ঘটছে। যদিও সে নিজেকে বড়ই বুদ্ধিমান ভাবে। অতঃপর একদিন যখন সময় ঘনিয়ে আসবে, চোখটা বন্ধ হওয়া মাত্রই মুহূর্তে সে সবকিছু বুঝে ফেলবে। চোখের সামনে থেকে মরীচিকার পর্দা যেদিন উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সবকিছুর বাস্তবতা যখন সে স্বচক্ষে দেখবে, তখন তার হতবুদ্ধি চেহারার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তো এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে নিয়েছি। সুতরাং এখন তোমার দৃষ্টিতে সবকিছু পরিষ্কার' *(ক্বাফ ২২)*।